নখাপিলিনি হামজাকমা

বিজলীর ভালবাসা

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ

নখাপিলিনি হামজাকমা

বিজলীর ভালবাসা

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ

ভূমিকা

আমাদের উপজাতি গবেষণাধিকার হতে "নখাপিলিনি হামজাক্‌মা" বা "বিজলীর ভালবাসা" নামক রূপকথাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। ইতিপূর্বে উপজাতি গবেষণাধিকার হতে "ইরিজুক "বা" সপত্নী" নামক অপর একটি রূপকথা পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও "ইরিজুক" নামক বইটিতে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে। বর্তমান বইটিতে আমরা সে সব ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি।

ত্রিপুরার প্রত্যেকটি রূপকথা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এদিক থেকে বিচার করলে বর্তমান রূপকথাটিও অনন্য। আমাদের এ প্রচেষ্টা উৎসাহী পাঠক পাঠিকাগণের কিছুমাত্র রস যোগাতে সমর্থ হলে আমরা অধিকতর উৎসাহিত হব; ভবিষ্যতে আমরা এধরনের আরো কিছু রূপকথা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হব।

বর্তমান বইটি প্রকাশনায় যাদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের উপজাতি গবেষণাধিকারের পক্ষ থেকে সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি।

এস, বি, কে, দেববর্ম্মণ
ট্রাইবেল রিসার্চ অধিকর্তা,
ত্রিপুরা।

নখাপিলিনি হামজাকমা

বিজলীর ভালবাসা

দূর পাহাড়ের এক গাঁ। গাঁয়ের পাশেই পাহাড়ী নদী। নদীর দু'পারে উচু টিলা—গাঁয়ের জুমচাষীদের জুম। বর্ষাকাল; নদীর জল বাড়-বাড়ন্ত। প্রচণ্ড স্রোত। পাক খেয়ে খেয়ে নদীর জল গড়িয়ে যাচ্ছে ঢালুর দিকে তীরের গতিতে।

এ গাঁয়েই ছম্পাই সর্দারের ঘর। সর্দারের স্ত্রীর নাম খুলুমতি। দশ গাঁয়ের লোক সর্দারকে মেনে চলে। খুব নাম ডাক; তাদের একটি মাত্র ছেলে। নাম নগুরায়। নগুরায় বেশ শক্ত সমর্থ সাহসী জোয়ান। পাড়ার সমবয়সীরা সবাই তার শক্তি সামর্থের তারিফ করে। তার সাথে কুস্তি লড়তে কিংবা শক্তির পরীক্ষা দিতে কেউ সাহস করে না।

এমনি একদিন বর্ষাকালে সর্দারের স্ত্রী খুলুমতি গেছে নদীর জলে চান করতে। ছেলে নগুরায় পাশের জুমেই কাজ করছে। সর্দারের স্ত্রী খুলুমতি জলে নামতে যাবে এমনি সময় হঠাৎ চীৎকার দিয়ে ছেলে নগুরায়কে ডাকতে লাগল—নগু, অ-নগু-শীগ্‌গির আয়, দেখে যা। ডাক শুনেই নগুরায় হাতের কাজ ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মা? আমাকে অমন করে ডাকছ কেন? মা ব্যস্ত হয়ে বলল—দেখ্, দেখ্, নদীর স্রোতে কি যেন একটা মানুষের মত ভেসে যাচ্ছে। তুলে আন দেখিনি। মা'র মুখের কথা শেষ হতে না হতেই নগুরায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শক্তিশালী নগুরায় একটি মেয়ের মৃতদেহ পারে টেনে আনল। নদীর অল্প দূরেই টিলার উপর তাদের বাড়ী। সর্দারের স্ত্রী খুলুমতির চীৎকারে দেখতে দেখতে আশে পাশের লোকজনেরাও দৌড়ে এল। এসে দেখেই তো সবাই অবাক হয়ে গেল কি আশ্চর্য! কি সুন্দর একটি উঠতি বয়সের মেয়ে! দেখলে চোখ লেগে থাকতে চায়। অথচ জলে ভেসে যাচ্ছিল। বেঁচে আছে কি না কে জানে! সবাই যখন এসব কথা বলাবলি করছিল নগুরায় তখন মাকে বলল—চল, মা ওকে বাড়ী নিয়ে যাই। চেষ্টা করলে এখনও হয়ত ওকে বাঁচানো যেতে পারে। মা ছেলে ধরাধরি করে ওকে বাড়ীতে এনে ঘরের বারান্দায় শুইয়ে দিল। সমস্ত পাড়ার লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছে নগুদের উঠানে। সবাই এসে দেখে যাচ্ছে আর নানারকম কথা বলাবলি করছে। পাশের হিসাতেই থাকে নগুরায়ের কাকা ছদারায়

সর্দার। নগুরায় দৌড়ে গেল তার কাকাকে ডেকে আনতে। কাকা ছদারায় সর্দার একজন ভাল ওঝা। আবার একজন কবরেজও বটে। বনের লতা পাতা দিয়ে তুকতাক্ চিকিৎসা করে অনেক রোগীকে ভাল করেছে সে। কাকা ছদারায় সর্দার কাজ থেকে এসে চান করে এইমাত্র খেতে বসেছিল। নগুরায়ের ডাকে ভাত ফেলেই চলে এল। কবরেজ ছদারায় এসে মেয়েটিকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানাল—মেয়েটি এখনও মরেনি। তবে ভাল করে শুশ্রূষা করলে হয়ত বেঁচে যেতে পারে। পেট থেকে বিভিন্ন-ভাবে সবটুকু জল বের করে নিজের তৈরী করা খানিকটা ওষুধও খাইয়ে দিল কবরেজ।

এদিকে পাড়ার ছেলে বুড়ো একে একে সবাই এসে মেয়েটিকে দেখে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ চিনতে পারছে না। সবার চোখে মুখেই একটা কৌতূহল জড়ানো জিজ্ঞাসা। নগুরায়ের মা খুলুমতি অবিরাম সেবা যত্ন করে যাচ্ছে মেয়েটিকে। একটুও বিছানার পাশ থেকে নড়ছে না। তার মাতৃস্নেহ তার মনের অজান্তেই মেয়েটিকে ঘিরে ধরেছে। আহা, এমন ফুটফুটে মেয়েটি কি করে যে জলে ভেসে এল। সে মনে মনে আরও বলছে—'আমার মেয়ে নেই। একে যদি বাঁচানো যেত তবে আমার কাছেই রাখতাম মেয়ের মত করে।' এর মধ্যেই ছদারায় সর্দার আরও বার দুয়েকের খাওয়ানোর ওষুধ দিয়ে গেল। যাবার সময় অবস্থার পরিবর্তন হতে দেখলে তাকে খবর দিতে বলে গেল। ছদারায় সর্দারের মেয়ে পাপতিও এসে তার জেঠিমার সংগে সেবা যত্নের কাজে লেগে গেল। জোর চেষ্টা চলতে লাগল মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুলতে।

দিনটা গড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যাও বয়ে গেল। মেয়েটি কিন্তু একবারও চোখ খুলে চাইল না। সকলের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ছেয়ে আছে। গভীর রাত। দু'একজন ছাড়া প্রায় সবাই চলে গেছে। এক সময় মেয়েটি চোখ খুলে চারদিকে তাকাতে লাগল। অপরিচিত পরিবেশ। মেয়েটির চোখে মুখে বিস্ময়। অস্ফুট স্বরে সে যেন কিছু বলছে। খুলুমতি তার মুখের উপর ঝুঁকে শুনতে লাগল। মেয়েটি বলছে—'আমি কোথায়? এখানে কেমন করে এলাম? আমিতো মরতে চেয়েছিলাম। আমি তাহলে মরিনি?' খুলুমতি সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'ওরকম কথা বলতে নেই মা। মরতে যাবে কেন মা। সুস্থ হয়ে ওঠ, সবই জানতে পারবে।'

এমনি করে দু'তিন দিন চলে গেল। মেয়েটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। এদিকে মেয়েটির পরিচয় জানতে সবাই খুব আগ্রহী—কি নাম, কোন্ পাড়ায় বাড়ী, বাবার নাম কি, কিভাবে জলে ভেসে এল ইত্যাদি। তাই সবাই একে একে জিজ্ঞেস করছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর এটুকু শুধু জানা গেল মেয়েটির নাম—নখাপিলি। ত্রিসংসারে তার কেউ নেই। তাই সে মরতে চেয়েছিল—বর্ষার ভরন্ত নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। বেশী জোর দিয়েও কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। একটু জোর দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেই মেয়েটি অন্য কথায় চলে যাবে, নয়ত কেঁদে দেবে। এমনকি খুলুমতিও অনেক জিজ্ঞাসা করেও শেষ পর্যন্ত এর বেশী কিছু জানতে পারেনি। এ প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়েটি মনে ব্যথা পায় বলে খুলুমতি তখনকার মত সবাইকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে বারণ করে দিল। সে ভাবল, কিছুদিন গেলে ধীরে ধীরে নখাপিলি মনের অবস্থা শান্ত হবে। তখন সব কিছুই জানা যাবে। কিছুদিন অপেক্ষা করেই দেখা যাক না কেন।

খুলুমতির মেয়ে ছিল না। তাই তার মনে খুব দুঃখ। ঘরগেরস্থালীর কাজে তাকে কুটোটি এগিয়ে দেবার লোকও যদি থাকত তাহলে তার কতই সুবিধা হত। নখাপিলিকে পেয়ে তার এদিককার অভাব ঘুচল। তাই তার মনের অজান্তেই যেন সকল স্নেহ পড়ল নখাপিলির জন্য। ওঝাই ছদারায় সর্দারের মেয়ে পাপতির সঙ্গে একদিনেই নখাপিলির খুব ভাব জমে গেল। তার মুখেই নখাপিলি শুনল, তার জেঠতুত ভাই নগুরায়ই নিজের জীবন বিপন্ন করে নখাপিলিকে জল থেকে কিভাবে তুলে এনেছে। তার বাবা ছদারায় সর্দারই তাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছে। জেঠিমা খুলুমতিতো একদিন এক মুহূর্তের জন্যও নখাপিলির বিছানার কাছ থেকে নড়েনি। ওদের সকলের চেষ্টাই নখাপিলি এযাত্রা বেঁচে গেছে। এদের মধ্যে নগুরায়ের কাজই সব চেয়ে বেশী প্রশংসা পেতে পারে। কেননা তার মত এতটা ঝুঁকি কেউ নেয়নি। পাপতির মুখে বারবার নগুরায়ের প্রশংসা শুনে নখাপিলির মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে। সে পাপতির অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে পাপতিকে হাতদিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলে—'নুংলে কাইছা, আসুক তা সাদি মারে' (তুমি যে একজন এত বাড়িয়ে বলোনা বোন)। দু'জনেই জোর গলায় হেসে উঠে একসাথে। মাঝে মাঝে তাদের কথাবার্তা অন্যদিকেও মোড় নেয়। নখাপিলি দুঃখ করে বলে—ভাই আমার মত দুঃখী—যার ত্রিসংসারে কেউ নেই তার বেঁচে থেকে কি লাভ বল? বাপ-মা নেই। সেই কবে

তারা মারা গেছেন বলতেও পারবনা। নেই কোন দরদী আত্মীয় স্বজন। আমার বাঁচার চেয়ে মরাই ছিল ভাল। পাপতি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে---"দুঃখ করিস না ভাই, আমরা তো রয়েছি। জেঠিমার মেয়ে নেই। তিনিতো তোকে মেয়ের মত আদর করেন। তুই এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস। তোর এতটুকুন অনাদর হবেনা বলতে পারি।"

ছম্প্রাই সর্দার দূর পাড়ায় আত্মীয় বাড়ীতে বেড়িয়ে এদিন বাড়ীতে ফিরে এসেছে। এসে আনুপূর্বিক সব কিছু জেনে সে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তার ইচ্ছা নখাপিলিকে তার আত্মীয় স্বজনের হাতে ফিরিয়ে দেয়। কিজানি বাপু, শেষ পর্যন্ত কি থেকে কি হয়ে বসে। অথচ নখাপিলিকে জিজ্ঞাসা করলে তার পাড়ার নাম, বাবার নাম, আত্মীয় পরিজনদের পরিচয় কিছুই দিচ্ছেনা। শুধু বলে---সংসারে তার কেউ নেই। তাই সে মরতে চেয়েছিল। ছম্প্রাই সর্দার মনে মনে সাবস্ত্য করল---ও পরিচয় না দিলেও খোঁজ করে দেখা উচিত। আজকালের মত তখনকার পাড়াগুলো এত কাছাকাছি ছিল না। এত লোকজনও থাকত না পাড়াগুলোতে। যেখানে জুম করার মত জমি থাকত সেখানেই দু'চার ঘর নিয়ে গড়ে উঠত এক একটা পাড়া। তাই পাহাড়ের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠা পাড়াগুলোকে খুঁজে বের করাও ছিল খুব কষ্টকর ব্যাপার। আশে-পাশের দু'চার পাড়ায় সর্দার নিজেই খোঁজ করল। যেখানে সে নিজে যেতে পারলনা সেখানে লোক পাঠাল। কিন্তু কোথাও কোন খবর পাওয়া গেলনা। নখাপিলি বলে কোন মেয়েকে কেউ চিনে বলেও জানায় না। কোথাও যখন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, অগত্যা ছম্প্রাই সর্দারের চেষ্টাতেও অনেকটা ভাঁটা পড়ে গেল। অনেকতো খোঁজাখুঁজি হল---আর খুঁজবেইবা কোথায়! এখন যদি কেউ এসে খোঁজ করে নিয়ে যায়তো ভাল, না নেয়তো নখাপিলি এখানেই থাকবে। কি আর করা যাবে।

এদিকে নখাপিলি খুলুমতির সংসারে বর্ত্তে গেছে। ঘর গেরস্থালীর সব কাজকর্ম আস্তে আস্তে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে। তার লক্ষ্মীপনায় ছম্প্রাই সর্দারের সংসার ঝলমল করে উঠল। খুলুমতিকে এখন আর সংসারের বিন্দুমাত্র কাজ করতে হয় না। সে কাজ করতে গেলেই নখাপিলি তার হাত থেকে কাজটি নিয়ে নিজেই করে ফেলে। লক্ষ্মী যেন চারদিকে উপচে পড়ছে। আচার ব্যবহারও নখাপিলির ভারী মিষ্টি। পাড়ার সকলের

মুখেই নখাপিলির গুণগান লেগে আছে। রূপেও দশপাড়াতে নখাপিলির জুড়ি নেই। এমন মেয়েকে কার না আদর করতে ইচ্ছা করে! খুলুমতির মেয়ের স্থান নখাপিলিই দখল করে নিল। আজ কাল নখাপিলিকে ছাড়া খুলুমতির এক মুহূর্ত্তও চলে না। সব জায়গায় সব কাজে নখাপিলিকে তার চাই। সে ছাড়া খুলুমতি অচল। মাঝে মাঝে ছম্প্রাই সর্দার আরও খোঁজ-খবর নিয়ে নখাপিলিকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দিতে বলে। এ কথা শুনলেই খুলুমতি রেগে উঠে। সে ঝাঝিয়ে উঠে সর্দারের মুখের উপরই কড়া করে দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। মা-বাপ ছাড়া দুঃখী মেয়েটি আমার। এখানে আছেতো ভালই। শুধু শুধু কেন তাকে আবার ওর অমতে আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। মেয়েটির হাড় জ্বালিয়েছিল বলেই না মরতে গিয়েছিল ও। বুড়োর যেন দিন দিন বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অজানা আতঙ্কে খুলুমতির মন কেঁদে উঠে। কি জানি বাপু, সত্যি সত্যিই যদি কোন দিন তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। অন্ধ সন্তান স্নেহ খুলুমতিকে পেয়ে বসেছে। মায়ের মনতো। নখাপিলিও খুলুমতিকে মা বলে ডাকে। আর ছম্প্রাই সর্দারকে ডাকে জেঠা বলে। খুলুমতিই বলে দিয়েছিল ওভাবে ডাকতে। শিশুকাল থেকে নখাপিলি মায়ের স্নেহ কি জিনিষ চিনেনি। অনাস্বাদিত স্নেহের স্পর্শ আজ তাকে জীবনের একটা নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। পৃথিবীটাকে তার কাছে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। তাই আজ সে বাঁচতে চায়।

নখাপিলি নিজের কাজ কর্মে আচার ব্যবহারে ছম্প্রাই সর্দার ও খুলুমতির মন জয় করে নিয়েছে। নখাপিলি যে সর্দারের মেয়ে নয় একথা যেন সবাই ভুলতে বসেছে। ছম্প্রাই সর্দারও নখাপিলিকে নিজের মেয়ের মতই দেখে। তাই সে আজকাল আর নখাপিলির আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেয় না। এ প্রসঙ্গ উঠলে নেব-নিচ্ছি-বলে অন্য কথায় চলে যায়। পাড়ার কেউতো খুলুমতির কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতেই পারে না। তুললেই মুখ ঝামটিয়ে চার কথা শুনিয়ে দেয়। তাই সাহস করে আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। এদিকে নখাপিলির মন কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ে আঁৎকে উঠে—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এ সব কথা উঠলেই সে কান পেতে থাকে, মুখে কাউকে কিছু বলে না। সে ভাবে—যদি তার কাকা খোঁজ পেয়ে এসে তাকে নিয়ে যায় তাহলে আবার তাদের নির্মম জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। একবার তাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মরতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। এবার

যদি আবার নিয়ে যায় তাহলে তার মরতেই হবে। মৃত্যু ছাড়া তার কাছে কোন পথই খোলা থাকবে না। কাকা-কাকীর যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে মরা অনেক সহজ। বাপ মায়ের কথাতো খুব অল্পই মনে পড়ে নখাপিলির। তাদের স্নেহ কি জিনিষ তা সে জানেনা। মনে পড়ে—তাতেই তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তার মনে পড়ে একবার তার কাকা জুম থেকে একটা বুনো হাড়িচাচা মেরে এনেছিল। তাদের জুমের পাশেই ছিল হাড়িচাচাটার বাসা। পরদিন নখাপিলি জুমে গিয়ে হাড়িচাচাটার বাসায় একটা বাচ্চা হাড়িচাচাকে আধা বোজা চোখে ধুকতে দেখেছিল। ভারী মায়া হয়েছিল বাচ্চাটাকে দেখে। মা হারা পাখীর ছানাটিকে এনে পুষেছিল সে। কিন্তু বাঁচেনি।

নগুরায়—যে তাকে নদী থেকে তুলেছিল তাকে নখাপিলি নগুদা বলে ডাকে। প্রথম প্রথম তাকে নখাপিলি খুব লজ্জা করত। নগুরায়ও যতটা সম্ভব নিজেকে দূরে দূরেই রাখত। কিছুদিন এক ঘরে থাকতে থাকতে দিন দিন অনেকটা সংকোচ কেটে গেছে। দু'জনেই এখন পরস্পরে কথা বলতে সংকোচ বোধ করে না। দু'জনেই আগের চাইতে এখন অনেক বেশী ঘনিষ্ট। একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ যেন নখাপিলিকে নগুরায়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। নগুরায়ও ওই আকর্ষণেই বার বার ঘুরে আসে নখাপিলির কাছে। একে অপরের কাছে এলে একটা মধুময় ছন্দ যেন সারা শরীরে খেলে যায়। দু'জনের কাছেই মনে হয় এই বুঝি ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। কিন্তু সামলে উঠতে দেরী লাগে না। আবার চলে কথা বার্তা—সহজ সরল তরঙ্গময় জীবন। নখার সজল চোখে নগুরায় খুঁজে পায় নতুন জীবনের আশ্বাস। অপরদিকে নখা নগুরায়ের চোখে খুঁজে পায় ভরসা।

আজ পাড়ার উঠতি বয়েসের যুবক যুবতীরা সবাই দল বেধে দূর বনে যাবে 'মুইয়া' (বাঁশের করুল) আনতে। নখা নগুরায়ও যাবে ওদের সঙ্গে। সবার মনেই খুব আনন্দ। ছেলেদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে দা, মাথায় 'লাংগা'। মেয়েদের হাতে দা নেই, শুধু পিঠের উপর একটি একটি করে নক্সা করা 'লাংগা'। নখাও নগুরায়ের হাতে বোনা একটি সুন্দর 'লাংগা' নিয়ে দলের সাথে গাল-গল্প করতে করতে পাহাড়ী সরু পথ বেয়ে এগুচ্ছে। নগুরায়ের খুড়তুত বোন পাপতি এক সময়ে দলের সবাইকে উদ্দেশ্য করে

উক্তার সুরে বলে উঠল—দেখ, দেখ, আজ নখাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। যেমনি তার রূপ, তেমনি তার সুন্দর লাংগাটি। কেমন সুন্দর মানিয়েছে। একথা শুনে দলের সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পাপতি যে নগুরায়ের তৈরী লাংগাটির কথাই বিশেষ ভাবে বোঝাতে চেয়েছে একথা বুঝে নখার মুখ লজ্জায় রাংগা হয়ে উঠল। নখাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সেও খাদু কলিজা'র (ত্রিপুরা জাতীয় সঙ্গীত) একটি কলি আউরে পাপতির কথা যোগ্য উত্তর দিয়ে দিল। দলের সবার মুখে আরেক ঝলক হাসির ফোয়ারা বয়ে গেল।

এক সময়ে দলের লোকজনেরা গভীর বনে এসে পৌঁছল। চারদিকে 'কালাংছি' বাঁশের বন। বনভূমি জুড়ে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। একটু দূরেই পাহাড়ী ঝরণা তরতর করে বয়ে চলেছে। ডালে ডালে কত নাম না জানা পাখী গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। যার যার মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে সবাই লাকড়ি, মুইয়া, সংগ্রহ করতে। সংগ্রহ শেষ হলে সবাই আবার এখানে এসে জড় হবে। সুরু হবে ফেরার পালা।

নখাও তার লাংগা নিয়ে সুবিধামত একদিকে চলে গেল। তার খানিকটা দূরেই আছে নগুরায়। নগুরায় লাকড়ি সংগ্রহ করছে বেছে বেছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আবার সংকেত ধ্বনি দিয়ে এর ওর খবরাখবর নিচ্ছে। মুইয়া তুলতে তুলতে একসময় নখা প্রায় ঝরনার কাছাকাছি চলে গেল। হঠাৎ তার মনে হল যেন একটু দূরে একটা চারাগাছ একবার একটু নড়ে উঠল। সাথে সাথে একটা ফোঁস-ফোঁসানির শব্দ। নখা সচকিত হয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করতেই ভয়ে আঁৎকে উঠল। একটা বিরাটকৃতি "মুইহেল" (পাইথন) তারদিকেই ছুটে আসছে। বাঁচাও-বাঁচাও নগুদা, কোথায় আছ, বাঁচাও-বলে চীৎকার করতে করতে নখা দৌড়াতে লাগল। নগুরায় একটু দূরেই কাজ করছিল। নখার চীৎকার শুনে নগুরায় ওর দিকেই দৌড়ে আসতে লাগল। বিপরীত দিক থেকে যতটুকু সম্ভব শক্তি দিয়ে নখাও দৌড়ে গিয়ে নগুরায়ের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আতঙ্কে নখার সব শরীর কাঁপছিল। তার মুখ দিয়ে রা সরছিল না। তবু অতি কষ্টে সে হাত দিয়ে অজগরটিকে দেখিয়ে দিল। অজগরটিকে দেখেই নগু এক ঝটকায় নখাকে বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে চক্ষের পলকে হাতের দাটি নিয়ে অজগরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নখা তাকে বারণ করবারও সুযোগ পেল না। ভীতি বিহ্বল নখা দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে লাগল। নগুরায় গায়ের প্রচণ্ড শক্তি

দিয়ে অজগরটার মাথার ঠিক একটু নীচেই মারল এক মোক্ষম কোপ। উন্মত্তের মত ক্ষিপ্রহাতে নগুরায় একটার পর একটা কোপ বসিয়ে যেতে লাগল অজগরটার নরম জায়গায়। সরীসৃপটার লেজের দাপটে চার পাশের জঙ্গল ওলট-পালট হয়ে গেল। এক সময়ে অজরগটা হার মানতে বাধ্য হল শক্ত সমর্থ জোয়ান নগুরায়ের কাছে। দু'তিনবার বিরাট বিরাট হা করে এক সময়ে অজগরটা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে দিল তার শরীরটা। এদিকে নখার চীৎকার শুনে দলের অন্যান্য সকলে এসে পৌঁছল। নগুরায়ের দুঃসাহসিক কাজ দেখে সবাই তাকে বাহবা দিতে লাগল। নগুরায় থাকাতে এবং ঠিক সময়মত এসে অজগরটি মেরে ফেলতে পেরেছে বলেই আজ নখা প্রাণে বেঁচে গেছে। তা না হলে আজ জানি কি অঘটনই ঘটত।

এদিকে বেলাও হয়ে গেছে বেশ। যে যার মত যা কিছু সংগ্রহ করেছিল তা নিয়েই বাড়ীর দিকে রওনা দিল। পথে পথে সবাই সেই এক কথাই বলাবলি করছিল। পাপতি কিন্তু এর মধ্যেও রসিকতা করা ছাড়ছে না। সুযোগ বুঝে এক সময় সে নখাকে বলে উঠল—"কি গো, অজগরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, পারনি, বলেই কি মন খারাপ করে আছ?" পাপতির বিষন্ন করুণ রসিকতায় সকলের আতঙ্কিত মুখেও এক ঝলক হাসি খেলে গেল। হাসি থামতেই অঙ্গাকতি বলে উঠল—'দু'দুবার নগুদা নখাকে বাঁচিয়েছে। একবার নদী থেকে, একবার অজগরের মুখ থেকে। নগুদার দিকে নাখার মুখ তুলে চাওয়া উচিত। পাশেই ছিল নখা। চিমটি কেটে সে অঙ্গাকতির মুখ বন্ধ করে দিতে চাইল। কিন্তু ফল হল বিপরীত। অঙ্গাকতি এবার আরো জোরে জোরে বলতে লাগল, সবাই বিয়ের জন্য একবার করে শক্তি সাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে। আমাদের নগুদা কিন্তু দু'দুবার নিজের শক্তি সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কথা শেষ না হতেই নখা অঙ্গাকতিকে মোক্ষম একটি চিমটি কাটল। সইতে না পেরে অঙ্গাকতি 'আইয়া—আইয়া' (আঃ—আঃ) বলে চীৎকার দিতে দিতে দলের পেছনে ছিটকে গেল। এভাবে দলটি বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

পড়ন্ত বেলায় সবাই বাড়ীতে এসে পৌঁছল। বনে গিয়ে নখার বিপদের কথা এবং তার সঙ্গে নগুরায়ের সাহসের কথা ছেলে বুড়ো সবাই শুনতে পেল। খুলুমতি কিন্তু এতে খুব আতঙ্কিত হল। মেয়েটির কপালে জানি কি আছে। দু'দুবার মেয়েটা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিয়ে এসেছে। আরেক দিন

হয়ত রক্ষাই পাবে না। সেদিন হয়ত ওকে মরতে হবে। আজ নগু থাকাতে যাহোক কোনমতে রক্ষা পেয়েছে। অন্যদিন হয়ত কেউ তাকে বাঁচাতে থাকবে না। একথা ভাবতেও ভয়ে খুলুমতির বুক দুরুদুরু করে উঠে। নখাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে বলে—'না মা, তোর আর বনে গিয়ে কাজ নেই। বাঁশের করুল না হলেও আমাদের চলবে। আর যদি যেতেই হয় নগুই যাবে। তোকে আর আমি বনে যেতে দিচ্ছে না। আজই আমি ওঝাই ডেকে 'দিশা' দেখিয়ে পূজা দিচ্ছি। কি জানি মা, কোন অপদেবতার নজর পড়েছে তোর উপর। নখা বলল—'কেন মিছামিছি ভয় করছ মা? সাপতো আর রোজ দিন বসে থাকবে না। এছাড়া দানগু, দাছাতুং, পাপতি ওরাওতো রয়েছে। আমার কিচছুটি হবেনা তুমি দেখে নিও।'

বন থেকে ফিরে অবধি নগুরায় যেন কেমন হয়ে গেছে। সারাক্ষণই কী যেন একটা চিন্তা তাকে পেয়ে থাকে। জুমের কাজেও খুব একটা মনোযোগ নেই। বেশীর ভাগ সময়েই জুমের টংঘরে বসে বসে করুণ সুরে বাঁশী বাজায়। সে বাঁশীর সুর বন থেকে বনান্তরে বয়ে নিয়ে যায় নগুরায়ের অন্তরের ব্যথা ভরা করুণ কান্না। ঢেউ খেলানো বাঁশীর সুরে ভেসে উঠে 'যাদু কলিজা'র (ত্রিপুরার জাতীয় সঙ্গীত) কলি!

এদ্দিন নখাকে সে দূর থেকেই দেখেছে। সে তার দেহের ছোঁয়া থেকে দূরেই ছিল। কিন্তু সেদিন বনে গিয়ে অজগরের তাড়া খেয়ে নখা যখন তাকে জাপটে ধরল—সে ছোঁয়ায় যেন একটা মাদকতা আছে। এ উপলব্ধি তার কাছে একবারে নতুন। সে অনুভূতিই তাকে উদাস করেছে—বিরাগী করেছে মনকে। আজ সব কিছুকেই তার কাছে মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খল ছন্নছাড়া। সে বুঝতে পারে না কিসে তার শান্তি—কোথায় তার সুখ। সে নখাকে জল থেকে তুলেছিল সত্যি কিন্তু সেদিন উত্তেজনার মুহূর্তে সে অনুভূতি তার ছিল না। তারপর অনেকগুলো দিন জুমের লাল লাল ফুলগুলোর সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এর মধ্যে নখার সান্নিধ্যে এসে সে উপলব্ধি করেছে অনেক কিছু। তাই সেদিনের স্পর্শ, তাকে এনে দিয়েছে এক উন্মাদনাময় এক চাঞ্চল্য। এ থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে সেই তার একমাত্র ভাবনা। এ চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে হলে নখাকে তার চাই-ই চাই। এক সময়ে তার মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে আসে—'নখা' তোমাকে বনের অজগরের মুখ থেকে বাঁচিয়েছি সত্যি, কিন্তু তোমার চোখের অলক্ষ্যে আর একটা

অজগর বড় হচ্ছে। তার মুখ থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। যদ্দিন পর্যন্ত সে অজগরটা তোমাকে পুরোপুরি না গিলতে পারছে তদ্দিন সে শান্ত হবেনা।'

এদিকে বন থেকে ফেরা অবধি নিজের মনের অজান্তেই নখারও চাল-চলনে, নগুরায়ের প্রতি ব্যবহারে অনেকটা ব্যতিক্রম এসে গেছে। সে ভাবছে, নগুরায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নগুরায় কিছু মনে করেনি তো? আড়াল থেকে তার এই অসহায় অবস্থা কেউ দেখে ফেলেনি তো? হয়ত দেখেছে। নয়ত পাপতি, অঙ্গাকতি ওরা বাড়ী ফেরার পথে তাকে এভাবে ঠাট্টা তামাসা করল কেন? হয়ত দেখেনি; ওরাতো সব সময়ই কিছু না কিছু বলে থাকে। নগুরায়ের কাছে আজ সে আগের মত সহজ, সরলভাবে দাঁড়াতে পারে না কেন? তাদের দু'য়ের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর যেন দিন দিন বেড়ে উঠেছে। আগে ভাত দিতে গেলে নখা কাছে বসেই নগুরায়কে খাওয়াতো। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নগুরায়ের খাওয়া না হত ততক্ষণ পর্যন্ত 'গানতি' (রান্নাঘর) ঘরেই একাজ ওকাজ নিয়ে থাকত। আজকাল আর সে তা করে না। নগুরায়কে ভাত-তরকারি যা দেবার একেবারেই দিয়ে যে কোন একটা ছুতো দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জুমে যাবার সময়ও সে নগুরায়কে এড়িয়ে যায়। কোন কিছুই নগুরায়ের চোখে এড়ায়না। কিন্তু নখাকে একান্তে পেয়ে দু'একটি কথা যে জিজ্ঞাসা করবে সে সুযোগও সে পায় না। সব বুঝেও যেন নখা দূরে দূরেই থাকতে চায়।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও ছম্প্রাই সর্দার, খুলুমতি, ছদারায় সর্দারের স্ত্রী, পাপতি, ছাতুংরায় ওরা জুমে গেছে। নগুরায় আজ জুমে যায়নি—কি একটা কাজে কোথাও গেছে। নখা বাড়ীতে থেকেই ঘরদোর আগলাচ্ছে। সুন্দর একটা নক্সা কাটা 'রিছা' (ত্রিপুরী মেয়েদের বুকের আবরণী) তাঁতে জুড়েছে নখা বেশ কিছুদিন হল। খানিকটা বোনাও হেয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই এসে দেখে গেছে ওর আধবোনা 'রিছাটা'। নখার পছন্দকে সবাই তারিফ করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এসে এটা ওটা গেলে ওদের জন্যও একটা একটা বানিয়ে দিতে ফরমাস দিয়ে গেছে। মনটা ভাল ছিলনা বলে আজ কদ্দিন ধরে নখা তাঁতে একটুও হাত দিতে পারেনি। রান্নাবান্না সেরে আজ তাই নখা 'নগুলে'র (বারান্দা) একপাশে তাঁতে গিয়ে বসল। বেশ কিছুক্ষণ একমনে তাঁত বুনল নখা। তাঁত বোনার তালে তালে

এক সময় নখা গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠল—

রিছা তাগথিনি তকহা ছুইমানি—
কাংখুং চালিয়া কিছা—'
কদম বোলাইঅ চিঠি ছুইমানি—
আইক্ষর চালিয়া কিছা।

অর্থঃ—রিয়া বুনতে (বস্ত্রাবরণ) গিয়ে তার মধ্যে পাখীর চিত্র আঁকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার ডানাটা ঠিকমত হয় না।
কদমফুলের পাতায় চিঠি লিখতে গিয়ে অক্ষরগুলো ঠিকমত হয় না।
অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে কোন কাজই সম্পন্ন হচ্ছেনা, সব কিছুইতেই যেন কিছু কিছু গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে।

এক সময়ে গানের কলি নখার নিজের কানে যেতেই সে জিভ কোটে আঁৎকে উঠল। কেউ আড়াল থেকে শুনেনি তো? তাঁত মেঝেতে রেখে তাড়াতাড়ি একবার চারদিকটা ঘুরে দেখে এল। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কেউ কোথাও নেই। আবার এসে তাতে বসল। চারদিকে ঝক্‌ঝক্ রোদ। বেশ কিছুটা বেলাও হয়েছে। একটানা অনেকটা বুনেছে নখা। আজ কেন জানি কাজে মন উঠছে না। তাঁতটা গুটিয়ে রেখে ঘরের একদিকে—যেখানে নখা প্রত্যেকদিন শোয় সেখানে গিয়ে একটু গড়াল। গত কয়েক দিন ধরে রাত্তিরে নখার ভাল ঘুমও হচ্ছে না। বলতে গেলে সারারাতই তন্দ্রা জড়ানো চোখে কাটায়। তাই শরীর এলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে চোখ দু'টো লেগে এল। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই নখা শুনতে পেল নগুরায় যেন তাকে বলছে—নখা তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তোমার দেহের ছোঁয়া আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আজ কদ্দিন ধরে আমি যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি তা কি তুমি বুঝতে পার না? সেদিন থেকে তুমি যে আমাকে এড়িয়ে চলছ তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আর কদ্দিন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলবে? নখা চমকে উঠে চোখ খুলতেই দেখতে পেল ঠিক তার একপাশে বসে নগুরায় তার মুখের উপর অনেকটা ঝুকে রয়েছে। প্রথমটা নখা কি বলবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলে নগুদা? তুমি তো এখনও খাওনি। খাবে চল। তোমাকে ভাত দিই।

নগুরায় যেমনি ছিল তেমনি থেকেই বলল—তা' হবেখ'ন। আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। সেদিন বন থেকে ফিরে এসে অবধি তুমি আমাকে এভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ কেন? আমি যে তোমাকে ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। তোমাকে নিয়ে আমি (ঘর) বাধব, জুম গড়ব। তোমাকে আমি দু'দুবার বাঁচিয়েছি। খংগ্রং তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত একপ্রকার বন্য ফল। আগের দিনে বিবাহেচ্ছু ভাবী বরকে এ ফলের উপর দিয়ে হেটে যেতে হত। নিঃসন্দেহে ইহা খুব কঠিন কাজ—পায়ে খুব ব্যথা করত। এছাড়া বরকে এক হাতে মস্ত একটা শূকর মেরে ছেঁচে ছুলে রান্না করে উপস্থিত সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়াতে হত। পাড়ার যুবক ছেলেদের মধ্যে যে এ ধরনের পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হত সেই সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। তার হাতেই মেয়ের বাবা-মা নিজেদের মেয়েকে সমর্থণে করত। স্বয়ম্বর প্রথার সাথে এ প্রথার তুলনা করা চলে) ফলের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া কিংবা এক হাতে 'মালা ফাগুয়া' (বড় পুরুষ শূকর) মেরে কেটে রান্না করে খাওয়ানো কি এর চাইতে আরও কঠিন? আজ এক্ষুনি বলতে হবে তোমাকে পেতে হলে আমাকে আর কি কি শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। নখার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। জীবনে সে এত ভালবাসা পায়নি কোথাও। কাঁদ কাঁদ সুরে সে বলল, 'দানগু আমাকে নিয়ে কি তুমি সুখী হতে পারবে? দু'দুবার আমি বেঁচে গেছি তোমার জন্যই। আমার মনে হয় অপদেবতা আমার দিকে নজর দিয়েছে। এতে তোমার খারাপই হবে। এছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ আমার পরিচয় জানেনি ভাল করে। মা, জেঠা কি তাতে রাজী হবেন? নগুরায় উত্তেজিত সুরে বলে উঠে—তুমি রাজী হলে মা বাবা নিশ্চয়ই রাজী হবেন। নয়ত তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব দূর গাঁয়ে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না—জানবে না। আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে নগুরায় নখাকে বুকে টেনে নেয় দু'হাতে। নখা আত্মসমর্পণ করল নগুরায়ের কাছে।

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই ছম্প্রাই সর্দার 'নগুলে' (বারান্দায়) বসে হুক্কা টানছিল। এমন সময় স্ত্রী খুলুমতি এসে কাছে বসল। ছম্প্রাই সর্দার হুকাটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে আবার বাঁশের বেত তোলার কাজে মনোযোগ দিল। খুলুমতি হুকাতে কয়েকটা টান দিয়ে এক সময়ে হুকা থেকে মুখ তুলে সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল—"কিগো, ছেলেতো তোমার বড় হয়েছে। বিয়ে থা'র কথা কিছু চিন্তা করছ কি? ওদিকে নখার কথাওতো

কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে। লক্ষ্মীযুক্তা মেয়ে আমার, যার তার হাতেতো তুলে দিতে পারবে না।

সর্দার হাতের টুকরো বাঁশটা ছুলতে ছুলতেই বলল—হুঁ, ভেবে দেখতে হবে বৈকি!

খুলুমতি আর এক ছিলিম তামাক সাজাতে সাজাতে বলল—শোন, আমি একটা কথা ভেবেছি। নখাকে আমার খুব পছন্দ। কাজে কর্মে, রূপে গুণে এমন মেয়ে হয়না। এ মেয়েকে আমি 'কন্যা তুলে' দিয়ে ঘরে থাকতে পারব না। পরের ঘরে গিয়ে ওকে আবার কি রকম কষ্ট পোহাতে হয় কে জানে। তাই আমি ভেবেছি—"এটুকু বলে খুলুমতি একবার সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল। —'তাই আমি ভেবেছি নখাকে আমার কাছেই রাখব। নগুর সাথে ওর বিয়ে দেব। এদ্দিন আমি ওকে মেয়ের মত স্নেহ করেই কাছে কাছে রেখেছি। আজ ওকে দূরে পাঠিয়ে কি করে থাকব? নখা মেয়ে হলেও আমার—বৌ হয়েও আমার কাছেই থাকবে। এবার সর্দার মুখ তুলে খুলুমতির দিকে চাইল। তার চোখে মুখে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। সে খুলুমতিকে বলল—দেখ, নখাকে আমিও কম আদর করিনা। সে আমার মেয়ে, ওকে পরের ঘরে দিতে আমারও খুব কষ্ট হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি জান, আজ পর্যন্ত ওর মা আবার পরিচয়টুকু পর্যন্ত গেলাম না। কাদের মেয়ে, কোথায় বাড়ী, এসব না জেনে শুনে কি করে আমি নগুর সাথে ওর বিয়ে দিই? এভাবে না জেনেশুনে বিয়ে করানোর অনেক বিপদ। কাজেই আমি আরও একবার চেষ্টা করে দেখি, ওর আত্মীয় স্বজন কারো খোঁজ খবর পাই কি না। অগত্যা যদি কোন খোঁজ খবর নাই-ই পাই, তাহলে এদিকটা অবশ্য ভেবে দেখতে হবে।

খুলুমতি কিন্তু এত সহজে দমে যাবার পাত্রী নয়। এবার সে ঝাঁঝিয়ে উঠল। হাতের হুকোতে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে স্বামীকে বলল—'দেখছি দিন দিন তুমি যত বুড়ো হচ্ছ বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমনি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। নখার যদি কোন আত্মীয় স্বজনই থাকত তাহলে এদ্দিনে নিশ্চয়ই ওরা খোঁজ করত। তুমিই বা এদ্দিন খোঁজ না করে চুপ মেরে রইলে কেন? এছাড়া নখা আর নগু, দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসে। ওরা কিছুতেই একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। বুড়ো হয়ে কি তুমি তোমার 'ছিক্কা' (অবিবাহিত যুবক) থাকার দিনগুলোর কথা ভুলে গেছ?

এবার বুড়ো ছম্প্রাই সর্দার একটু মুচকি হাসল। সে যেন তার যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গেছে। স্ত্রী খুলুমতির সাথে রঙ্গরসে তরা যৌবনের সেই দিনগুলোতে। খুলুমতির যুক্তির কাছে সে যেন কোন যুক্তিই দাঁড়া করাতে পারছে না। তবু সে শেষবারের মত স্ত্রীকে বলল—'আমিওতো চাইছি ওদের বিয়ে দিতে খুলুম। পাড়ার লোকেরাও মেয়েটিকে 'হামজুক' (পুত্রবধূ) করে ঘরে রাখতেই বলছে। তবু বলছিলাম কি, একবার মেয়েটির পরিচয় জেনে নিলে ভাল হত না কি? তা ওকে জিজ্ঞেস করলেওতো কিছুই বলছে না আমি কাল পরশু আরও দু'একটি দূর গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখছি—যদি কিছু খবরাখবর পাওয়া যায়। এদ্দিন যখন অপেক্ষা করেছ —আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেই দেখ না। একান্তই যদি কোন খবরাখবর না পাওয়া যায় তখন যা করতে হয় করবে। আমি আর আপত্তি করব না।'

খুলুমতি খুশী হয়ে বলল—'খবরাখবর পাও বা না পাও; তা' আমি বুঝব না বলে রাখছি। আসছে ফাল্গুনে আমি ওদের বিয়ে দেবই। আমি মেয়েটিকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারব না বলে দিচ্ছি। তিন কুড়ি টাকা গণ দিয়েও দশ পাড়ায় খুঁজে এমন একটি মেয়ে মিলবে না।'

সর্দার খুলুমতির আব্দারে হাসে—আর মাথা নেড়ে নীরব সমর্থন জানায়।

ছম্প্রাই সর্দার শেষবারের মত দূর পাড়াগুলোতে আরো একবার লোক পাঠিয়ে ভাল করে খোঁজ করল। কিন্তু নখাপিলির সম্বন্ধে কোন কিছুই খবর সংগ্রহ করতে পারা গেল না। নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত সর্দার নখাপিলিকে নগুরায়ের সংগে বিয়ে দেওয়ার কথা সাব্যস্ত করল। এ নিয়ে ছোট ভাই ছদারায়ের সংগেও আলোচনা করল। ছদারায়ও নগুরায়ের সঙ্গে নখার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে সায় দিল। পাড়ার অন্যান্য সবার সাথে পরামর্শ করে ছম্প্রাই সর্দার ফাল্গুন মাসের কাছাকাছি কোন এক দিনে 'কক-ছুংমানি' (পাকা কথা) হবে বলে ঠিক করল।

আজ নখাপিলির 'কক-ছুংমানি' দিন। পাড়ার 'ইয়ার-কিচিংছং' (বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীরা) একদিকে নগুরায়কে নিয়ে বসেছে। অন্যদিকে নখাপিলিকে নিয়ে পাপতি, মুংতি অঞ্জাকতি, ছাম্পারী ওরা। মাঝে মঙ্গল ঘট বসিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। একপাশে বুড়োদের জটলা।

কথাবার্ত্তার শেষে পান ভোজন হবে। এক পক্ষ গান গেয়ে গেয়ে প্রশ্ন করবে, অপর পক্ষ গানের মধ্য দিয়েই উত্তর দেবে। হাসি, ঠাট্টা-তামাসাতো রয়েছেই।

আজ সবার মুখেই হাসি। এদ্দিন সবাই যা চেয়েছিল আজ তাই-ই হতে চলেছে। মেয়ে পক্ষের কেউ নেই বলে ছস্প্রাই সর্দারের ভাই ছদারায় সর্দারকেই মেয়ে পক্ষের অভিভাবক বানানো হল। বুড়ো-বুড়ীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হলে সুরু হল গানভোজন। প্রচুর আয়োজন। বুড়োদের মধ্যে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলল হাসি ঠাট্টা। যুবক যুবতীদের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম নেই। তার সঙ্গে রয়েছে হৈ-হল্লোর। ছেলেদের মধ্যে কে একজন নগুরায়কে লক্ষ্য করে বলে উঠল—নগুরায়ের কপালে বলতে হবে। তাকে জামাই খাটতেও হল না, কঠিন কোন পরীক্ষাও দিতে হল না। ঘরেই পেয়ে গেল মনের মত বৌ। নগুরায় হেসে হেসে উত্তর দিল—'জামাই খাটতে আমি যাইনি সত্যি। কিন্তু কঠিন পরীক্ষা দিইনি একথা বলতে পারবে না। অজগরের মুখ থেকে নখাকে আমিই বাঁচিয়েছি। যে কোন কঠিন পরীক্ষার চাইতে এটা কম নয়।' ছেলেদের মধ্য থেকেই কে একজন নগুরায়কে সমর্থন করল। এরমধ্যে কোন একজন মেয়েদের ফোড়ন কেটে গেয়ে উঠল। সাথে সাথে হৈ হৈ চীৎকারে দলের সব ছেলেরা মাতিয়ে তুলল। এবার মেয়েদের পক্ষ থেকে উত্তর দেবার পালা। ছেলেদের গানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্য সব মেয়েরা নখাকেই ধরে বসল। কিন্তু নখা আজ কিছুতেই গান গাইবে না। কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা পেয়ে বসেছে তাকে। মেয়েদের পক্ষ থেকে মুংতিই গেয়ে উত্তর দিল ছেলেদের প্রশ্নের। সাথে সাথে মেয়েরাও সবাই একসাথে চীৎকার দিয়ে উঠল। এভাবে গান ভোজন গান বাজনা চলল অনেক রাত পর্যন্ত। এবার যার যার ঘরে ফেরার পালা। বুড়োরা যার যার ঘরে চলে গেল। নগুরায় তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। মুক্তি, পাপতি ও অঙ্গাকতিরাও নখার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। নখা ঘরদোর কিছু কিছু গুছিয়ে ওর বিছানায় গিয়ে পড়ে রইল। খুলুমতি ও ছস্প্রাই সর্দার রাতে ভাত খাবেনা বলেছে। নগুরায় কখন বাড়ী ফিরবে কিংবা আদৌ ফিরবে কিনা বলা যায় না। নখারও একদম ক্ষুধা নেই। তাই এবেলার মত রান্না-বান্নার পাট চুকে গেছে। ঘরের এক কোণে 'চাতি' (প্রদীপ) জ্বলছে। টংঘরের নীচের শূকরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠছে মাঝে মাঝে। নখার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সবগুলো চিন্তা যেন একসাথে পেয়ে বসেছে তাকে। মাঝে মাঝে নিজের কথা চিন্তা করে শিউরে উঠছে।

এত সুখ তার কপালে সইবেতো। জীবনে সেতো কোনদিন সুখের মুখ দেখেনি। তার অদৃষ্টে জানি কি আছে। শেষরাতের দিকে নখার একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে। এমনি সময় নখা স্বপ্ন দেখছে—হঠাৎ যেন তার নীচের পাটির দুটো দাঁত খসে পড়ে গেল। ফোকলা মুখে সে যেন এখন আর আগের মত পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে পারছে না। হড়মুড় করে সে ঘুম থেকে উঠে বসল। বুড়োদের মুখে শুনেছে—এরকম স্বপ্ন দেখা নাকি খুব অমঙ্গলের লক্ষণ—নানারকম বিপদ হয়ে থাকে। নখার মনটা খুব দমে গেল। একসময়ে—যা হবার হোকগে—এই ভেবে নখা বিছানা থেকে উঠে ঘরের কাজে লেগে গেল। বড় বড় গর্জন গাছের পাতার ফাক দিয়ে পূবের আকাশটাকে আস্তে আস্তে রঙীন হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। 'চেঁচেঁমা'গুলো (ঝিঁ ঝিঁ পোকা) সারারাত একটানা ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বন্য প্রাণীরা ঝর্ণার জল খেয়ে নিরাপদ জায়গায় ফিরে গেছে কিছুক্ষণ আগে। নরম মাটিতে তাদের পায়ের জীবন্ত ছাপগুলো চোখ মেলে পড়ে আছে।

দিন যাচ্ছে। এক এক করে শুভদিন—অর্থাৎ নগু ও নখার বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। ছম্প্রাই সর্দারের পাড়ার সকলের মনেই যেন আনন্দ উপচে পড়ছে। বিয়ের দিনে অনেকগুলো শূকর কেটে ভোজ দেওয়া হবে। নগু সর্দারের একমাত্র ছেলে। তাই সর্দার সবদিক দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। যেখানে যত আত্মীয় স্বজন আছে কেউ যেন বাদ না যায়। সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। খুলুমতিও ঘর গেরস্থালীর দিকে সবকিছু গুছিয়ে রাখছে। কোন কিছুতেই যেন ত্রুটি না থাকে। এসব কাজে খুলু মতিকে সাহায্য করছে নখা পাপতি আর পাপতির মা। বিয়ের দু'তিনদিন আগেই পাড়া-পড়শীরা 'হায়া' (বাঁশ দিয়ে তৈরী বিয়ের মঞ্চ) তৈরী করতে লেগে গেছে। বাঁশ চেঁছে ছুলে ফুল কেটে কেটে তৈরী হল এক সুন্দর মঞ্চ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। 'অচই' (পুরোহিত) এসে দেখিয়ে দিল কোথায় বেদী বাঁধতে হবে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পান ভোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে প্রচুর। তার সংগে নাচ গানতো আছেই। এক এক করে বিয়ের যাবতীয় আয়োজনই সম্পূর্ণ হল।

আজ বিয়ের দিন। ছম্প্রাই সর্দারের বাড়ী অতিথি অভ্যাগতের সমাগমে গিজগিজ করছে। কেউ নাচগান করছে, কেউ বিয়ের কাজে ব্যস্ত। একদল লেগে গেছে রান্নার কাজে সেই সকাল থেকেই। কারো দিকে কেউ নজর

দিতে ফুরসৎ পাচ্ছে না। বিকেলের দিকে দূর গাঁ থেকে এল এক জুমিয়া। এর ভাইয়ের কাছেই বিয়ে দিয়েছিল ছম্প্রাই সর্দারের এক খুড়তুত বোনকে। অনেকদিন আগেই সর্দারের সে বোনটি মারা গেছে। সর্দারের 'বুয়াইরঙ'ও (ছোট বোনের বর) মারা গেছে সেই কবেই। এর পরে ছম্প্রাই সর্দার ও ছদারায় সর্দার বোনের আত্মীয় স্বজনদের কোন খোঁজ খবর করেনি। বোনের শ্বশুরবাড়ীর দিক থেকেও কোন খোঁজ খবর রাখার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এবার যখন ছম্প্রাই সর্দারের লোক গিয়ে নওরায়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে এল তখন জুমিয়া ভাবল—সত্যিইতো, অনেকদিন ওদিকে যাওয়া পড়েনি। তাদের খোঁজ খবরও নেওয়া হয়নি নানা কারণে। এবার যখন সুযোগ এসেই গেছে তখন বেড়িয়েই আসা যাক না দু'একটা দিন দাদার শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়পরিজনদের বাড়ীতে। জুমিয়া একা এল না। সংগে নিয়ে এল তার স্ত্রী এবং 'ছিক্কা' (অবিবাহিত যুবক বা যুবতী) মেয়েটিকে। ছম্প্রাই সর্দার তাকে পেয়ে খুব খুশী। খুশী হবাইতো কথা। কতদিন পর দেখা। তাই খুব আদর আপ্যায়ণ করে 'পান্দা'তে (মদ খাওয়ার জন বহুজনের মিলিত সভা) নিয়ে বসল। জুমিয়ার বৌও মেয়েদের দলে ভীড়ে গেল। জুমিয়ার ছিক্কা মেয়ে খুম্পুই নতুন বৌকে দেখতে গেল। পাড়ার মেয়েরা নখাকে কনের সাজে সাজিয়ে সবাই মিলে গাল-গল্প করছে।

এমনিতেই নখা খুব সুন্দরী; তার উপর আজকের ফুলের সাজে তাকে ঠিক দেবকন্যার মত লাগছে। একবার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঃ, এত সুন্দর মানুষ হয়। সবাই এসব কথাই নখাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। নখা লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছে। এমনি সময়ে জুমিয়ার মেয়ে খুম্পুই সেখানে গেল। বিয়ের কনেকে দেকেই সে যেন চমকে উঠল। মুখটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ঠিক যেন তার দিদি নখাপিলি। তাড়াতাড়ি সে মায়ের কাছে ফিরে এসে সব কিছু জানাল। মেয়ের কথা শুনেই জুমিয়ার বৌ মদ খাওয়া রেখে মেয়ের সাথে সাথে যে ঘরে কনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সে ঘরে গেল। দূর থেকেই যতটা সম্ভব সে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে নিল। ওইতো, ডানহাতের দাগটা জ্বল জ্বল করছে। এ নখাপিলি না হয়েই যায় না। জুমিয়ার বৌ রাগে গজ, গজ করতে লাগল। তার মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল—ছাকালজুক, (রাক্ষসী, ডাইনী), আচ্ছা, রাখ, তোকে মজা দেখাচ্ছি। আমরা ওদিকে তোকে খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়েছি। আর—তুমি কিনা এদ্দিন এখানে লুকিয়ে থেকে আজ বিয়ের কনে

সেজে বসেছ। একটু অপেক্ষা কর; আজ তোকে ভাল করেই বিয়ে দেওয়াচ্ছি। জুমিয়ার বৌ সাত তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বামীকে 'পান্দা' থেকে দূরে ডেকে এনে চুপি চুপি বলল— দেখ, আমার মনে হচ্ছে বিয়ের কনেটি আমাদের নখা। ওর ডানহাতের সে দাগটাক ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখনা। রাক্ষসী আমাদের একবার জ্বালিয়েছে, এখানে আবার ওদের জ্বালাতে এসেছে। তুমি শীগগীর একবার খোঁজ করে সব কথা ছম্প্রাই সর্দারকে জানিয়ে দাও। যে ঘরে নখাকে রাখা হয়েছে সে ঘরের দিকে জুমিয়া পা চালিয়ে গেল। ভীড় ঠেলে সেও নখাকে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল। হ্যাঁ, নখাই বটে। এতসব যে হয়ে গেল নখা কিন্তু তার বিন্দুমাত্রও জানতে পারল না। এদিকে জুমিয়া ছম্প্রাই সর্দারকে একটু নীরবে ডেকে এনে মেয়েটির খবরাখবর জানতে চাইল। ছম্প্রাই সর্দার সরল মনে জুমিয়াকে আনুপূর্বিক সব কিছু খুলে বলল। কিভাবে নখাকে নদী থেকে তোলা হয়েছে, তার লক্ষীপনার কথা, এমনকি যাদের মেয়ে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ছম্প্রাই সর্দারের খোঁজাখুঁজির কথাও বাদ গেল না। সব কিছু শুনে জুমিয়া গম্ভীর হয়ে বলল—এ মেয়ের সাথেতো তোমার ছেলে নগুরায়ের বিয়ে হতে পারেনা। এতো তোমার (খুড়তুত বোনের মেয়ে নখা। ওর বাবা আমার দাদা, তোমার ছোট বোনের বর। সে হিসাবে নখা তোমার বোনের মেয়ে, ভাগ্নী হয়।

কথাটা শোনা মাত্র ছম্প্রাই সর্দারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন কি করা যায়। সব যে পণ্ড হতে চলেছে। কত আশা করে ছেলের বিয়ের আয়োজন করেছিল। হতভম্ব ছম্প্রাই সর্দার ছোটভাই ছদারায়কে ডেকে সব কিছু জানাল। একে একে বিয়ে বাড়ীর সকলের কানেই গেল কথাটা। এ অঘটনের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। ঘরের এক কোণে গিয়ে মুখ লুকিয়ে খুলুমতি চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে লাগল নখাও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে। দু'হাতে খোঁপার, হাতের সাজানো ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেলল। নগুরায়ও জানতে পেরেছে বিধাতা পুরুষের নির্মম পরিহাসের কথা। নিজের গায়ের সব পোষাক ফেলে দিয়ে বারান্দা এক কোণে গিয়ে চুপটি করে বসে রইল।

এদিকে বিয়ে বাড়ীর অতিথি অভ্যাগত থেকে শুরু করে আত্মীয় স্বজন সবাই বজ্রাহত হয়ে বসে আছে। কে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না। পাহাড়ী নদীটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে যেই অবস্থা ঠিক তেমনি। কারো

মাথাতেই কোন বুদ্ধি খেলছে না। এমন সময় নখার কাকা সেই জুমিয়া স্ত্রীর পরামর্শ মত ছদারায় সর্দারকে দূরে ডেকে এনে চুপি চুপি বলল—দা সর্দার, যা দেখছি তোমাদের বিয়ে বাড়ীর সব আয়োজন পণ্ড হতে চলছে। আমার মনে হয় একটা কাজ করলে সব দিক রক্ষা পাবে। আমার মেয়ে খুম্পুইর সাথে তোমার ছেলে ছাতুংরায়ের বিয়ে দিলে তোমাদের এ বিয়ের আয়োজন শুধু শুধু যাচ্ছে না। নখার কথা পরে চিন্তা করা যাবে। তাকে একটি ছেলে দেখে বিয়ে দিতে হয় দিবে—নয়ত আমার মেয়ে আমাকে দিয়ে দেবে। আমি ওকে বাড়ীতে নিয়ে যাব। ছম্প্রাই সর্দার ও ছদারায় সর্দারের এর চাইতে বেশী কিছু চিন্তা করবার মানসিকতাও তখন ছিল না। ওরা দেখল প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সমূহ অনেক কিছু ক্ষতি থেকে ওরা বেঁচে যাচ্ছে। ওদিকে ছদারায় সর্দারও ছেলের বিয়ের জন্য এদিক ওদিক মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছিল। কাজেই জুমিয়ারপ্রস্তাবে ছম্প্রাই সর্দার ও ছদারায় সর্দার দু'জনেই রাজী হয়ে গেল। সেদিন বিয়ে বাড়ীর ভাঙ্গা আসরে জুমিয়ার মেয়ের সাথে ছদারায় সর্দারের ছেলে ছাতুং রায়ের বিয়ে হয়ে গেল।

রাতে অনেক। বিয়ের কাজে সবাই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সবই যেন নিষ্প্রাণ। কারো মনেই আনন্দ নেই—নেই বিন্দুমাত্র স্ফূর্তির চিহ্নটুকু। বিয়ে বাড়ীর কাজের ভীড়ে কেউ আর ওদিকে নগুরায় নখার খোঁজ খবর রাখেনি। এক সময়ে নগুরায় বারান্দা থেকে উঠে চুপি চুপি নখা যেখানে শুয়ে আছে সেখানে গেল। অন্ধকারে নগুরায় নখার একটি হাত ধরতেই নখা চমকিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল—'কে'? সারাক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে নগুর গলার স্বর ভারী হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। নগু জোর করে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল—'আমি, নখা—আমি। আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। তোমাকে দু'দুবার বাঁচিয়েছি; আজ তুমি আমাকে বাঁচাও। চল নখা—চল। আর দেরী করোনা। কে কখন এসে পড়বে কে জানে। চল-চল, উঠ। আমরা এখান থেকে অনেক দূরে—যে দেশে আমাদের কেউ চিনবে না। জানবে না সে দেশে চলে যাই। যেখানে থাকবে না নিয়ম শাসনের কচকচি। সেখানে থাকব তুমি আর আমি। দু'জনে সারাদিন জুমে কাজ করব। জুমের ফুল ফুটলে তুলে এনে তোমার খোঁপায় পরিয়ে দেব। অবসর সময়ে জুমের টংঘরে বসে বাঁশী বাজাব; আমার কোলে শুয়ে শুয়ে তুমি তা শুনবে। জুমের খঞ্জনী পাখীদের সাথে সুর মিলিয়ে

তুমি কখনও গেয়ে উঠবে—আমি কাজ করতে করতে শুনব'। নগুর কথা শুনে এবার নখা উঠে বসল। সে কাঁদছিল। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে সরছিল না। নগুর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলল—"তাই চল নগু, তাই চল"। যুবক নগুরায়ের রক্তে যেন ঢেউ খেলে গেল। লাফ দিয়ে উঠে ঘরের বেড়াতে গুজে রাখা তার দুটা কোমরে গুজে নিল। আর হাতে নিল তার সাধের বল্লমটা। রাতের অন্ধকারে নগুরায় নখার হাত ধরে সকলের চোখের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল। দু'জনে চলল নতুন দেশের সন্ধানে। নতুন করে ঘর বাধবে বলে—নিজের হাতে জুম গড়বে বলে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সরু পাহাড়ী বনপথ। নগুরায় চলছে আগে আগে—পেছনে নখা। ওদের "হাপিং"এর (পুরানো জুম) পাশ দিয়ে পাপতিদের জুমের উপর দিয়ে যে পথটা চলে গেছে সে পথেই ওরা এগুচ্ছে। তাদের যেতে হবে অনেক দূর—যেখানে বাঁধাধরা নিয়মের বেড়াজাল নেই। যেখানে ওদের দু'টি প্রাণের মিলনে কেউ প্রতিবন্ধক হবে না। এক সময় নগু নখার হাত ধরে বলল—"তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁট রাংচাক (প্রিয়তম)। রাত থাকতে থাকতেই আমাদের সামনের পাড়াটা ছাড়িয়ে যেতে হবে। বাড়ী থেকে লোক এসে হয়ত আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। বনের ঘন গাছের ছায়ায় পথ একটুকুও দেখা যাচ্ছেনা। যেখানে বন একটু পাতলা সেখানেই দেখা যাচ্ছে নীল আকাশের তারাগুলোকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতে। মাঝে মাঝে ঝরণার কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে হরিণের ডাক। এদিককার পথ সবই নগুরায়ের খুব চেনা জানা। তাই অন্ধকার হলেও খুব অসুবিধা হচ্ছে না। রাত তিন প্রহর। কতগুলো নাম না জানা পাখী দল বেঁধে ডেকে উঠল গাছের ডালে। বাড়ী থেকে অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। তবু ভয় আছে। কি জানি, এতক্ষণে হয়ত বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে। তাই নগুরায় নখার হাত ধরে বলল—আরও তাড়াতাড়ি প্রিয়তম, আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে। বাড়ী থেকে যদি কেউ এসে আমাদের ধরতে পারে, তাহলে দু'জনেরই কল্টের সীমা থাকবে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাত ভোর হওয়ার আগেই ওরা একটা পাড়া পেড়িয়ে গেল। পা ব্যথা করছে বেদম—তবু চলতে হবে। আকাশে সূর্য অনেকটা উঠেছে ঘন গাছ পালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো মাটিতে এসে পড়ছে। নাঃ—আর পথ চলা নিরাপদ নয়। কারো সাথে হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে।

কারো সাথে দেখা হলে পাড়ার লোক খবরটা পেয়ে যেতে পারে। ওরা যে এদিকে এসেছে এ খবরটা যেন কেউ জানতে না পারে এটাই নগুরায়ের ইচ্ছা। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এখন পর্যন্ত ওদের কারো সাথে দেখা হয়নি। আর এজনই ওরা পথে কোন পাড়াতে ঢোকেনি। এখন তাই লুকিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হাঁটাপথ থেকে খানিকটা দূরে একটা ঝরণার পাশে দিনটা কাটিয়ে দেবে বলে ঠিক করল ওরা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় দু'জনেই ক্লান্ত, অবসন্ন। ঝরণা থেকে হাত মুখ ধুয়ে খানিকটা জল খেয়ে নিল নখা। এদিকে নগুরায় কাছেই একটা ফেলে যাওয়া পুরানো জুম থেকে কয়েকটা ফুটি নিয়ে এল। তাই দু'জনে খেয়ে সূর্য্য ডোবার অপেক্ষায় জঙ্গলে বিশ্রাম করতে লাগল। বেলা শেষে ওরা আবার হাঁটতে লাগল। ওরা জানে না কোথায় গিয়ে ওদের এপথের শেষ হবে।

নগুরায় ওরা ঘর থেকে বেরিয়েছে আজ তিন দিন হল। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এসে গেছে ওরা। এখানে ওদের কেউ চেনে না—জানে না। এ জায়গাটা ওদের পাড়া থেকে অনেক দূরে—তাই এতদূর এসে ওদের খোঁজ করাও কষ্টকর হবে। এ জায়গাটা ওদের দু'জনেরই খুব পছন্দ। ধারেকাছে একটা পাড়াও পাওয়া গেছে। জুম করার মত জমিও এদিকে আছে। তাই সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে এক টিলাতে ওরা ঘর বাঁধল। পরের জুমে 'য়্যাগুল' (দিন বদলী) দিয়ে ওদের দিন যেতে লাগল। আর ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের জুমও তৈরী করতে লাগল দু'জনে। কয়েক মাস যেতে না যেতেই ওদের জুম ফুলে ফলে সেজে উঠল। খুব ভোরে বন মোরগের ডাকে নখা ও নগুর ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের কাজকর্ম সেরে 'মাইদুল' (ভাতের মোচা) বানিয়ে চলে যায় নিজেদের জুমের কাজে। দুপুরে কেউ বাড়ীতে আসবে না। 'মাইদুল' দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেবে জুমে। ওদের হাতে থাকে 'দা' মাথায় থাকে 'লাংগা'। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কোন কোন সময়ে নগুরায় নখাকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠে—

"অ বলংনি খুম নাইথক, নি মুখাং নাইথকলে তিছদি।
বংরাই কবর চাঅই ফাইমানি, মকল তিহাঅই নাইদি।
নি খুকচুই চাগ্রর অংগই তংমানি আ-রছে কিছা আচুকরদি।
নিনি পীয়াবতুই খারই বন কেকেক খ্লাইঅই নারুগদি।
অ নাইথকতি খুমনি কলি, বংরাই কেফেকনি ফলা,
নি থাক্লা-ব বন নারুগয় তংথকজাগয় তংদি।"

অর্থাৎ ঃ—হে বনের সুন্দর ফুল, তোমার সুন্দর মুখখানি তোল। ভ্রমর পাগল হয়ে গান গেয়ে আসছে, চোখ তুলে চাও। তোমার রক্তিম অধরে তাকে একটু বসতে দাও। তোমার মধু খাইয়ে ওকে পাগল করে তোল। ওগো, আধফোটা ফুলের কুঁড়ি, মত্ত ভ্রমরের প্রাণ, তাকে তোমার বুকে রেখে আনন্দ উপভোগ করতে থাক।

নখাও গানের মাধ্যমেই প্রিয়তমের গানের প্রত্যুত্তর দেয়। বনভূমি আন্দোলিত হয়ে উঠে গানের সুরে সুরে। দিনের শেষে ঘরে ফিরে আসে পরিশ্রান্ত দম্পতি। এভাবেই ওদের দিন চলে যাচ্ছে একে একে।

নখাও নগুরায় ওরা যেদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে তার পরদিন—রাত না পোহাতেই বাড়ীর লোকেরা ওদের খোঁজ করল। প্রথম প্রথম ভাবল—ধারে কাছে কোথাও হয়ত গিয়ে থাকবে, খানিক বাদেই ফিরে আসবে। বেশ কিছু বেলা হয়ে যাওয়ার পরেও যখন ওরা এলনা তখন সবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাড়ীর লোকেরা চারদিকে বেরিয়ে পড়ল ওদের খোঁজ করতে। অনেক খোঁজাখুঁজি হল—কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এমনকি কেউ তাদের দেখছে বলেও বলল না। ছম্প্রাই সর্দার, আর খুলুমতির কান্না দেখে সবাই কাঁদতে লাগল। এমন বুকফাটা কান্না কেউ কোনদিন দেখেনি। খুলুমতির একমাত্র ছেলে—চোখের মণি। কত আশা করে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। বিধাতা পুরুষ বিমুখ হলেন। প্রত্যেক দিনই পাড়ার ছেলেরা তিন চার দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে—কিন্তু সন্ধ্যায় সবাই ফিরে আসছে ব্যথা ভরা মন নিয়ে। কোন খবরই আনতে পারেনা। ওরা জীবিত আছে কি না কে জানে। ছম্প্রাই সর্দার আর খুলুমতি বিছানা নিয়েছে ছেলের শোকে। সংসারে যা ছিল সবই তো গেল। আর বেঁচে থাক কি?

আগের দিনে পাহাড়ী জুমিয়ারা তাদের এক জায়গায় জমির উর্বরতা কমে গেলে—অর্থাৎ জুম পুরানো হয়ে গেলে কিংবা জুম চাষের অসুবিধা দেখা দিলে পাড়া ছেড়ে সুবিধা মত নতুন জায়গায় চলে যেত। নতুন জায়গায় আবার নতুন করে জুম কাটত—ঘর বাঁধত। একে বলা হত 'পাড়া ছেমানি' বা পাড়া বদলানো। নগুরায়ের বাবা ছম্প্রাই সর্দার পাড়ার অন্যান্যদের নিয়ে ঐ বছর পাড়া বদলিয়েছে। এখন ওরা যেখানে উঠে গেছে সে জায়গাটা তাদের পুরানো পাড়া থেকে উত্তরদিকে—বেশ কিছু দূরে।

প্রায় দেড় দু'দিনের পথ। নখা নওরায় ওরাও এ পথেই গিয়েছে। এখান থেকে ওদের জুম এক দেড় দিনের পথ হবে।

দু'দুটো বছর হয়ে গেছে। আবার ফাল্গুন মাস ফিরে এসেছে। যুবক যুবতীদের মনে রোমাঞ্চ জেগেছে। অনেকেই নতুন সংগী পাবে---বিয়ে হবে। শীতের শেষে বন্য গাছগুলোতে 'খুম রুংখু', 'লাম্বাক বুবার' থোকায় থোকায় ফুটেছে। এমন দিন এলেই ছম্প্রাই সর্দার আর খুলুমতির ছেলে নওরায়ের কথা মনে পড়ে যায় বিশেষ করে বুড়ো বুড়ীর চোখের জলে টংঘরের দাওয়া ভেসে যায়। ওদের চোখের জল দেখে পাড়ার ছেলেরা আবার বেরিয়ে পড়ে চারদিকে---ওদের কারো 'ঈয়ার' কারো কিচং'কে খোঁজ করতে। সব শেষে খোঁজাখুজির ফল একই দাঁড়ায়। কেউ কোন খবর আনতে পারে না। গত দু'বছরে সর্দার আর খুলুমতি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে খুব শুকিয়ে গেছে। দেখলে চেনাই যায় না। ঘর গেরস্থালীর সব কাজই অচল। যেটুকু না করলেই নয় কেবল সেটুকুই খুলুমতি অনেক কষ্টে চালিয়ে যাচ্ছে।

ছদারায়ের মেয়ে পাপতির বিয়ে হয়েছে এ বছর। দীর্ঘদিন জামাই খাটার পর বর পাপতিকে নিয়ে তার পাড়ায় ফিরে যাবে। অনেক দূরের পথ। তাই ওর সঙ্গে পাপতির ভাই ছাতুংরায় এবং আরও দু'তিনজন যুবক ছেলে যাবে। যাওয়ার দিন পাপতির মা মেয়েকে কেঁদে কেটে বিদায় দিল। ছেলের পাড়া অনেক দূরে। আবার কবে মেয়ের সাথে দেখা হবে কে জানে। দিন দু'য়েক হেঁটে ছাতুংরায় ওরা পাপতিকে নিয়ে ওর শ্বশুরের দেশে পৌঁছল। পথে যেতে যে সব পাড়া পড়েছে ওগুলোতে ওরা বিশ্রাম নিয়েছে, রাত কাটিয়েছে। খেয়ে দেয়ে আবার পরদিন হাঁটতে শুরু করেছে। আগের দিনে পাহাড়ের লোকেরা একদেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হলে এভাবেই যেত। অচেনা অজানা হলেও পাড়ার লোকেরা অতিথিদের খুব সমাদর করত। পাপতির শ্বশুর বাড়ীর কাছাকাছি এলে ওরা টিলার ওপর সুন্দর একটা টংঘর দেখতে পেল। পাশের জুমটিও ভারী সুন্দর। এত সুন্দর যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাই নিয়ে ওরা বলাবলি করছিল। এর মধ্যে পাপতির শ্বশুর বাড়ী এসে যাওয়াতে তখনকার মত সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার সময় আবার সে প্রসঙ্গ উঠল। পাপতির শ্বশুর ওদের জানাল যে এটা একজন নতুন জুমিয়ার জুম। আজ

বছর দু'য়েক হল ওরা এখানে এসে ঘর বেঁধেছে—জুম করছে। জুমিয়া আর জুমিয়ার স্ত্রী—দু'জনেই শুধু এ জুমে থাকে। ওদের কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুব ভাল মানুষ। জুমিয়ার নাম নগুরায়। নাম শুনেই ছাতুংরায় ওরা চমকে উঠল। এ হয়ত দা নগুই হবে। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল—নগুদাও তো আজ দু'বছরের মতই হবে চলে এসেছে। আর স্ত্রীটি হয়ত নখা! কাল ভোরেই একবার গিয়ে দেখে আসতে হবে।

পরদিন রাত না পোহাতেই ছাতুংরায় ওরা সবাই মিলে সেই সুন্দর জুমটিতে গিয়ে হাজির হল। ওরা ধরেই নিয়েছিল এ নিশ্চয় নগুদা না হয়ে যায় না। তাই টংঘরের নীচে থেকেই ডাকতে লাগল—দা নগু, অ—দা নগু, বাড়ী আছ কি? বেরিয়ে দেখ, আমারা কে কে এসেছি। অনেক দিন পর চেনা গলার স্বর শুনে তাড়াতাড়ি নগুরায় বেরিয়ে এল। —"আরে, তোমরা যে। কি করে এলে? আমি যে এখানে আছি কি করে জানলে?" নগুরায় সবাইকে সমাদর করে ঘরে নিয়ে বসাল। কতদিন পর দেখা। কত কথাই জমে আছে! মা-বাবার কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল নগুরায়। একে একে পাড়ার সকলের কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল নগু। ছাতুংরায় ওরা জানাল, নগুদার চলে আসার পরের বছরই ওরা পাড়া বদলিয়েছে। এখান থেকে দু'দিনের পথ। সুকুমার সর্দারের ছেলের কাছে ও পাড়ার পাপতিকে বিয়ে দিয়েছে। ওকে নিয়ে যেতে এসেছিল ওরা। পাপতির শ্বশুর সুকুমার সর্দারের নিকট খবর পেয়েই ওরা দেখা করতে এসেছে। এদ্দিন পর ওদের দেখে নগুরায় ও নখার কত আনন্দ। ওরা সকলেই নগুরায়কে বলল— "দা নগু, তোমারা বাড়ী ফিরে চল। তুমি যেদিন চলে এসেছে সেদিন থেকে জেঠা-জেঠিমার চোখের জলের বিরাম নেই। তাঁরা হয়ত আর বেশীদিন বাঁচবেন না। যা'হবার তো হয়েছে। আর কেন এভাবে থাকা? আমাদের সাথেই তোমরা বাড়ী চল। আমরা সবাইকে বুঝিয়ে বলব।" নগুরায় বলল —"দেখ, আমি কিন্তু আর বাড়ী ফিরে যাচ্ছিনা। এখানে তো আমি ভালই আছি। পাড়াতে গিয়ে নখাকে নিয়ে ঘর সংসার করতে কেউ দেবে না। ওকে ছেড়েও পারব না; কাজেই পাড়াতে গিয়ে আমার ঘর সংসারও করা হবে না। সেজন্যই আমার পাড়াতে যাওয়া হবে না।

নখা ও নগুরায়ের অনুরোধে সেদিন রাতটা ওরা নগুরায়ের টংঘরেই কাটাল। রাত্তিরে প্রচুর পান ভোজন হল। যাওয়ার দিন ভোরবেলা নগুরায়

ও নখার কাছে বিদায় নিয়ে ছাতুংরায় ওরা পাড়ার দিকে রওনা দিল। বিদায়ের সময় সকলের চোখেই জল এসে গেল। কদ্দিন পর দেখা হয়েছে, আবার কবে হবে কে জানে।

পাড়াতে এসেই ছাতুংরায় ওরা ছম্প্রাই সর্দার ও খুলুমতিকে নগুরায়ের সংবাদ জানাল। খবর শুনেই ওদের কি আনন্দ। পরদিনই ছম্প্রাই সর্দার, খুলুমতি, ছদারায় সর্দার ও তার স্ত্রী, পাড়ার আরও কয়েকজন প্রাচীন লোক নিয়ে নগুরায়কে আনতে যাবে ঠিক করল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ছাতুংরায়।

সেদিন নখাও নগু বিকালের দিকে সবেমাত্র জুম থেকে ফিরে এসেছে। দু'জনের মাথাতেই দু'টি 'লংগা'। নখার মাথায় 'লাংগাটি' পাকা পাকা ফলে একদম ঠাসা। নগুরায়ের মাথায় আছে অনেকগুলো শুকনো লাকড়ি। ওরা জুম থেকে ফিরে এসেই দেখে ছম্প্রাই সর্দার ওরা টংঘরের কাছেই একটা জায়গাতে বসে আছে। নগুকে দেখেই খুলুমতি দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে বুকে নিয়ে চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। সাথে সাথে অন্যান্য সবাই কাঁদতে লাগল। নখার চোখেও জল। নখাই একসময়ে সমাদর করে সবাইকে ঘরে নিয়ে বসাল। এক সময়ে ছম্প্রাই সর্দার কথাটা তুলল। সে নগুকে কাছে ডেকে বসাল। নগু মাথা নত করে বসে আছে। ওদিকে নখা সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছে। ছম্প্রাই সর্দার ছেলেকে বলল —"নগু, আজ দু'বছর ধরে আমরা তোমাদের কোন খোঁজ খবর পাইনি। যেদিন থেকে তোমরা চলে এসেছ সেদিন থেকে তোমার মাও আমার চোখের জলের শেষ নেই, ঘুম নেই, খাওয়া দাওয়া নেই। তোমাদের জন্য কাঁদতে কাঁদতে এ বুড়ো বয়সে অন্ধ হতে বসেছি। তোমরা ঘরে ফিরে চল। আমরা তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। নখাও যাবে আমাদের সাথে। খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে রেখেছি, তার সাথে তোমার বিয়ে দেব। নখাকেও ভাল ঘর দেখে বিয়ে দেব। নখা তোমার বোন হয়। তাই তার হসাথে তোমার বিয়ে হতে পারেনা। আমরা তো তোমাদেণ বিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। বিধাতা বাদ সাধলেন, তাই হল না।"

এতক্ষণপর নগুরায় মুখ খুলল। সে বলল—বাবা, আমি নখাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবনা। আমি আবার পাড়াতে ফিরে গেলে সবাই তোমাদের

মন্দ বলবে। কেউ তোমাদের সমাজে তুলবে না। তাই আমার সেখানে না যাওয়াই ভাল। তোমরা ফিরে যাও। আমি এখানেই থাকতে চাই আমার অদৃষ্টকে নিয়ে"। খুলুমতিও কেঁদে কেটে ছেলেকে অনেক বোঝাল। দলের সবাই একে একে নগুরায়কে বুঝাল। কিন্তু সে কিছুতেই পাড়াতে ফিরে যেতে রাজী হল না। নগুকে যখন আর কেউ কথাতে আনতেই পারল না তখন তারা অন্যপথ ধরল। সবাই মিলে এবার নখাকে বলতে লাগল। উদ্দেশ্য, নখাকে যদি ওদের প্রস্তাবে রাজী করানো যায় তবে নগুরায়কে রাজী করানো কষ্টকর হবে না। কিন্তু নখাও নগুরায়কে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হল না। এমনকি ওদের প্রস্তাবেও রাজী হল না। এতে দলের সবাইর রাগ গিয়ে পড়ল নখার উপর। সবাই একসাথে তীব্র ভাষায় নখাকে বকতে শুরু করে দিল। নখার প্রতি খুলুমতির সকল স্নেহ যেন এক মুহূর্তের উপচে গেল। সে নখাকে বলতে লাগল—"রাক্ষসী তুই আমার ছেলেকে খেয়েছিস। এর জন্যই কি তোকে দু'দুবার মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল হতচ্ছারী? অপদেবতা পেয়েছে তোকে। নয়ত এমন অঘটন ঘটবে কেন? এর জন্যই কি তোকে স্নেহ মমতা দিয়ে এদ্দিন ঘরে রেখেছি।? তুই এক্ষুনি মর। তোর মুখ আর দেখতে চাই না।

সকলেরই তিরস্কারই এতক্ষণ নখা নীরবে সইছিল। কারও কোন কথায় বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেনি। শুধু তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। এবার সে ছম্প্রাই সর্দার, খুলুমতি ও অন্যান্য বড়দের প্রণাম করে উঠে বলল—"মা জীবনে আমি কারো কাছে স্নেহ মমতা পাইনি। মা-বাবা সেই কবেই মারা গেছে। কাকার কাছ থেকে দিনরাত পেয়েছি নির্যাতন। তাই মরতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে মায়ের স্নেহ দেলেছ—বাঁচিয়েছ। কিন্তু আজ আমি যখন সে স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলাম তখন আমার মরে যাওয়াই ভাল। আশীর্বাদ করবে আরেক জীবনেও যেন আমি তোমাদের ছেলেকেই পতিরূপে পাই। সেদিন যেন কেউ এতে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে"। এ কথাগুলো বলেই নখা কাউকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই তরতর করে টংঘরের সিঁড়ি বেড়ে নীচে নেমে এল। নীচে নেমে এসেই নখা থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। না—এ পৃথিবীতে কোথাও তার দাঁড়াবার জায়গা নেই। কেউ তাকে ভালবাসে না। সে মরলেই সকলের শান্তি হবে। তাই নখা উত্তর দিকে দৌড়াতে লাগল। কোন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বুঝে নগুরায়ও টংঘরের

উপজাতি গবেষণাধিকার হইতে প্রকাশিত এবং ত্রিপুরা সরকারী মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত।

TGPA—16-11-90—J. C. No. 2028—500

উপজাতি গবেষণাধিকার হইতে প্রকাশিত এবং ত্রিপুরা সরকারী মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত।

TGPA—16-11-90—J. C. No. 2028—500